BRAC UNIVERSITY

যুগান্তর

Paper Clipping

সোমবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
Monday, 25 May 2009

যুগান্তর ডটকম

আসন্ন বাজেট ও তথ্যপ্রযুক্তি

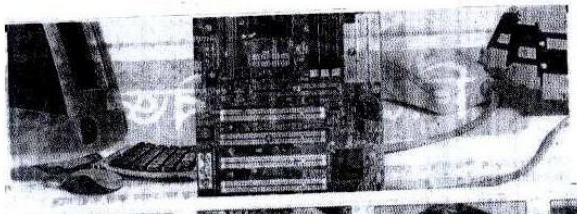

আর কিছুদিন পরই ঘোষিত হবে আগামী অর্থবছরের বাজেট। ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার পর বর্তমান সরকারের প্রথম এই বাজেটকে ঘিরে সবারই আগ্রহের কমতি নেই। আর দেশের আইসিটি বিশেষজ্ঞরা আগামী বাজেটে কি প্রত্যাশা করেন। তার চুম্বক অংশ নিয়ে এই আয়োজন।

জামিলুর রেজা চৌধুরী : গত কিছুদিন আগে যে আইসিটি পলিসি মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে, তার যথার্থ বাস্তবায়ন জরুরি। বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের যে ৫ শতাংশ দেশের আইসিটি খাতের পেছনে ব্যয় করার কথা, তা এ বছর সম্ভব না হলেও ন্যূনতম ৩ শতাংশ খরচ করা উচিত। এছাড়া ৩০৬টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ যে আমরা দিয়েছিলাম, তাও অতিশিগগিরই বাস্তবায়ন করা জরুরি। বর্তমান সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুলে কম্পিউটার দেয়ার কথা বলেছে। সেটি করতে হলে এ বাজেট থেকেই তাদের এর পেছনে অর্থ বরাদ্দ দেয়া শুরু করতে হবে। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করাও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়। এছাড়া ই-গভর্নমেন্ট বা রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্টের জন্যও সরকারের বিশেষ নজর দেয়া উচিত আগামী বাজেটে।

মোস্তাফা জব্বার : বর্তমান সরকার যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছিল, তাতে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল বাংলাদেশের জনগণ। সবাই এখন প্রযুক্তি-নির্ভর একটি বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছি। আর বর্তমান সরকার জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। তার সফল বাস্তবায়নের পথে যাত্রা করার সময়ও চলে এসেছে। বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের যে পাঁচ শতাংশ আইসিটি সেক্টরের পেছনে খরচ করার কথা, এবারের বাজেটের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের প্রতিটি সেক্টরে কাগুজে কার্যক্রমকে বিদায় দিয়ে প্রযুক্তি-নির্ভর ই-গভর্নমেন্ট চালু করতে হবে। তাহলে সরকারের কাজেও স্বচ্ছতা আসবে। আর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং তাদেরকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় নিয়ে আসাও জরুরি। এসব বিষয়ে আগামী বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকবে বলে আমি আশা করি।

হাবিবুল্লাহ এন করিম : গত বছর আমরা সবাই মিলে যে আইসিটি পলিসি তৈরি করেছিলাম, এ সরকার তা অনুমোদন করায় তাদের ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান সরকারের উচিত আইসিটি সেক্টরের প্রতিটি জায়গায় আর্থিকনীতি করা। যাতে অর্থের অভাবে কোন কাজ পড়ে না থাকে। আমরা অনেক দিন ধরেই দেশের সফটওয়্যার শিল্পের উন্নয়নের জন্য বলে আসছিলাম। সে জন্য আমাদের কিছু চাহিদাও ছিল। যেমন, মহাখালীতে সফটওয়্যার ভিলেজ, কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্কসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আইসিটি ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠা করার। এসব কিছু সম্পন্ন হয়ে গেলে আমাদের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের কাছে স্বল্পমূল্যে কম্পিউটার পৌঁছানো এবং তাদেরকে ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা দেয়া উচিত। এসব কিছুই আগামী বাজেটে প্রাধান্য পাবে বলে আমি আশা করছি।

লুনা শামসুদ্দোহা : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার চিন্তা মাথায় রেখে সরকারের আইসিটি সম্পর্কিত বিভিন্ন ফান্ড করা উচিত। ছোট ছোট প্রজেক্টের মাধ্যমে সব কাজ এখন থেকেই এক এক করে শেষ করা উচিত। দেশের সব নাগরিকের কাছে তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আর মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সরকারি সব প্রতিষ্ঠানকেই তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। আর শিল্প ব্যবস্থার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমরা শুধু ইঞ্জিনিয়ার বা তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়ে পাস করা ছাত্রছাত্রীই বের করছি। তাদের যথাযথ কাজে দক্ষ না করেই জব মার্কেটে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সরকারি উদ্যোগে তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসতে পারলে ভালো হয়। আমি আশা করি এ সবই আগামী বাজেটে স্থান পাবে।

ডটকম ডেস্ক